সংক্ষিপ্ত সংবাদ

➔১ম পাতার পর **রাষ্ট্রায়ত্ত তেল** কোম্পানিগুলো। এই কথা জানান তেল মন্ত্রকের মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি। পশ্চিম এশিয়া সংকট শুরু হওয়ার দুই মাসের বেশি সময় পর গত মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় সাড়ে সাত টাকা প্রতি লিটারে বৃদ্ধি পেয়েছিল পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম। অবশ্য আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধির চেয়ে তা অনেক কম ছিল। ফলে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলোকে পেট্রোল, ডিজেল এবং ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাস বিক্রির ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭৪,৭৮১ কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন হরদীপ সিং পুরি।

খনিতে দুর্ঘটনায় নিহত সাত

➡ বেঙ্গলুরু আরবান ডিস্ট্রিক্টে খনিতে কাজ করার সময় উপর থেকে গুঁড়িয়ে পড়া বিশালাকার একটি প্রস্তরখণ্ড চাপা পড়ে তাতে প্রাণ হারিয়েছে সাত পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের পাঁচজন শ্রমিক রয়েছেন। বাকি নিহতদের মধ্যে একজন ছত্তিশগড়ের এবং অন্যজন কর্ণাটকের ইয়াদগির অঞ্চলের বাসিন্দা। ঘটনাস্থেই তাদের মৃত্যু হয়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আরো পাঁচ শ্রমিক আহত হন এবং চারজন অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যান। আহতদের বেঙ্গলুরু আরবান ডিস্ট্রিক্টের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ এই দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে অবহেলা এবং অসতর্কতাকে দায়ী করছে।

ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার অবনতি

➡ নয়াদিল্লির মন্ত্রণমন্ত্রের আমরণ অনশন পালনের পঞ্চম দিন, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুকের রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ৬০ এবং তার রক্তচাপের মাত্রাও স্বাভাবিকের চেয়ে কম রেকর্ড করা হয়। চলতি আন্দোলনকে বৃহত্তর রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিবাদকারীদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণে করেরাচেদের সাথে 'চা-ঢে পর্চা' উদ্যোগের ঘোষণা দেন করেচাং চুনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। এগ্র হ্যালেন একটি পোস্ট করে তিনি বলেন, সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি হচ্ছে এবং তাঁর যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে দায়ী থাকবে এখানের সরকার। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করে ফের তিনি সমাজমাধ্যমে সরব হন।

উদ্ধার বহু কোটির নেশাদ্রব্য

➔১ম পাতার পর হয়। ডিআরআই আধিকারিকদের সঙ্গে অভিযানে অংশ নেয় আসাম রাইফেলস এবং রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)। তল্লাশিতে ট্রেনের হাই ক্যাপাসিটি পার্সেল ভ্যান থেকে উদ্ধার হয় মোট ৫৫ কেজি ৯২৬টি (প্রতিটি ১০০ মিলিলিটার) এসকফ কফ সিরাপ এবং ফেক্সডিল কফ সিরাপ। এগুলি নেশার জন্য ব্যবহৃত হয় বলে কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি। এই নেশাসামগ্রীগুলি বেশ কয়েকটি প্লাস্টিকের বড় ড্রামের মধ্যে বিশেষভাবে প্যাকিং করা ছিল। এই ড্রামগুলিতে সাধারণত কেমিক্যালজাতীয় পদার্থ রাখা করা হয়ে থাকে। এই বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ গ্রহণের জন্য আগরতলা স্টেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন সুরত দেব। তাকে ঘটনাস্থল থেকেই আটক করে ডিআরআই। পরে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া চালানটি বিহারের কাটিহার থেকে বুক করা হয়েছিল। পরিকল্পিতভাবে ত্রিপুরায় এনে তা অন্যত্র পাচারের প্রস্তুতি চলছিল।

ডিআরআই জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া দুটি কাশির সিরাপেই কোডিন ফসফেট এবং ট্রাইপ্রোলিডিন। হাইড্রোক্লোরাইড রয়েছে। নিষিদ্ধ মাত্রার বেশি ব্যবহার করলে এই উপাদানগুলি মাদক হিসেবে অপব্যবহৃত হতে পারে। শুধু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেই নয়, প্রতিবেশী বাংলাদেশ-সহ একাধিক দেশে এই ধরনের কাশির সিরাপের অবৈধ চাহিদা রয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি। এই বিপুল চালানের প্রকৃত প্রেরক কারা? কারা এর চূড়ান্ত গ্রাহক? এর পিছনে সক্রিয় আন্তঃরাজ্য ও আন্তঃসীমান্ত পাচার চক্রের সঙ্গে কারা জড়িত? এই প্রশ্নের জবাব জানতে তদন্ত করছে ডিআরআই।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১৭ অক্টোবর জিরানীয়া রেলস্টেশনে একটি পণ্যবাহী ট্রেনে অভিযান করে রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও অন্যান্য নিরাপত্তারক্ষীরা কয়েক কোটি টাকার ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছিল। এই ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। জাইস ব্রাঞ্চ আদালতে এই ঘটনার জেরে চার্জশিটও দিয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছিল, উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিস্তৃত একটি বড় মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল ধৃতরা। একমাত্র ব্যক্তিগতের অপু রঞ্জন দাসকে খুঁজে পায়নি ক্রাইম ব্রাঞ্চ। বিধায়ক-মন্ত্রিত্ব হিসেবে পরিচিত অপু রঞ্জন বাংলাদেশে পালিয়ে যায় বলে পুলিশের দাবি। এই ঘটনার পরও রাজ্যে ফেন্সিডিল আসা বন্ধ হয়নি। রাজ্য পুলিশের দাবি অনুযায়ী বহু ফেন্সিডিল কারবারিরা জেলে আছে। অথচ কোটি কোটি টাকার ফেন্সিডিল আসবে রাজ্যে। বন্ধ হয়নি বেআইনি কারবার। জেল থেকেই নাকি বহু নেশা-কারবারিরা সহজেই রাজ্যে নেশাদ্রব্য আনাচ্ছে। এমনও অভিযোগ রয়েছে। আসার পুলিশ ফেন্সিডিল কারবারি মাত্রা, রজত, অপু রঞ্জন, অঞ্জনদের গ্রেপ্তার না করায় নেশার কারবার নির্মূল করার ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশের উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে আগরতলা রেল স্টেশনে আরও একটি পণ্যবাহী ট্রেনে গুরুত্ব পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। রাতে খবর লেখা পর্যন্ত তল্লাশি অভিযান চলছে। তবে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। এদিন সন্ধ্যায় এক যুবকের কাছে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে ৯৯ বোতল অবৈধ কফ সিরাপ উদ্ধার করে আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম রিতু কুমার। বাড়ি বিহার রাজ্যের বাজিতপুর। তার কাছ থেকে উদ্ধার নেশাদ্রব্যের কালোবাজারি মূল্য আনুমানিক ২ লক্ষ টাকা বলে অনুমান। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর বিভিন্ন ধারায় মামলা গ্রহণ করে শুরুবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানায় পুলিশ।

হচ্ছে তিনটি বর্ডার পুলিশ স্টেশন

➔১ম পাতার পর ত্রিপুরা পুলিশ, সীমান্তরক্ষী বাহিনী, রাজস্ব দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট মহকুমা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সীমান্ততী এলাকায় কটিতারের বেড়া নির্মাণে যেসব প্রশাসনিক, কারিগরি বা ভূমি-সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিচ্ছে, সেগুলির দ্রুত সমাধানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রাজ্য প্রশাসন সূত্রের খবর, সীমান্ত সুরক্ষার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব যাতে কাজের গতিকে প্রভাবিত না করে, সে জন্য প্রত্যেক সংস্থার দায়িত্ব ও করণীয় স্পষ্টভাবে নির্ধারণের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

এদিকে, স্মার্ট বর্ডার প্রকল্পে লক্সামূড়া সহ আরও কয়েকটি সীমান্তে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিএসএফ মূলত এইসব কাজগুলি করাচ্ছে। সীমান্ত বেড়ার সঙ্গে সিসিটিভি ক্যামেরা বাড়ছে। এছাড়া সৌর আলোর ব্যবস্থা হচ্ছে। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার পাশে আরও কি কি করা যায় এই বিষয়ে স্মার্ট বর্ডার প্রকল্পে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। বর্ডার পুলিশ স্টেশনের সঙ্গে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও যুক্ত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যেই এইসব বিষয় বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে প্রশাসন।

প্রশাসনিক অব্যবস্থা দিয়েই বিলোনীয়ায় শুরু ভিভিজি প্রকল্প

সংবাদ প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২ জুলাই ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের 'বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন' প্রকল্পের সূচনা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিলোনীয়া পুরাতন টাউন হলে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভিভিজি রামজি জনসচেতনতা ও লগ্ন ইভেন্ট হয়। অনুষ্ঠানে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা ও অব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট মহলে চাপা ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। স্বাগত ভাষণ দেন জেলাশাসক মো. সাজেদ পি। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, দক্ষিণ জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত সহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য, পঞ্চায়েত সচিব, ব্লক স্তরের আধিকারিক এবং বিভিন্ন সরকারি দফতরের প্রতিনিধিরা।

জানানো হয়, গ্রামীণ কর্মসংস্থান আরও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন এই প্রকল্প চালু হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, পূর্ববর্তী ১০০ দিনের কর্মসংস্থান ব্যবস্থার তুলনায় নতুন প্রকল্পে ন্যূনতম ১২৫ দিনের কাজের সুযোগ এবং বর্ধিত মজুরির ব্যবস্থা থাকবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের দিয়ম, কাজের ধরন, উপভোক্তা নির্বাচন, প্রশাসনিক সমন্বয় এবং মাঠপর্যায়ে কার্যকর করার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। অনুষ্ঠান চলাকালীনই অব্যবস্থাজনিত সমস্যা আসতে আসে। আমন্ত্রিত অতিথি ও অশোধ্রকারীর সংখ্যা হলের ধারণক্ষমতার তুলনায় বেশি হওয়ায় অনেককে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সাংবাদিকদের জন্যও নির্দিষ্ট বসার ব্যবস্থা ছিল না।

উপস্থিত অনেকেরই মতে, এত বড় আয়োজনের ক্ষেত্রে দর্শক ব্যবস্থাপনা, আসন বিন্যাস এবং প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ আরও সুপরিকল্পিত হওয়া উচিত ছিল। জেলাশাসক স্বাগত ভাষণে ইঙ্গিত করেন, সকলের জন্য বসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। অনুষ্ঠানটি মূলত শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিকল থাকায় শেষ মুহূর্তে স্থান পরিবর্তন করে নেওয়া হয়। আরও একটি বিষয় নজর কেড়েছে সবার। আমন্ত্রণপত্রে এককভাবে ভুল। বিলোনীয়ার বিধায়ক দীপঙ্কর সেন-কে ৫৫ রাজ্যসভা বিধায়কগুলির বিধায়ক বলা হয়েছে। আমন্ত্রিতের তালিকায় অন্যান্য বিধায়ক অশোক মিত্র, বিলোনীয়ার বিধায়ক দীপঙ্কর সেন এবং সাব্রুমের বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরীর নাম থাকলেও তারা উপস্থিত ছিলেন না। অনুপস্থিত থাকার কারণ সম্পর্কে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

আলোচনা শুনে নতুন রোজগার গ্যারান্টি প্রকল্প নিয়ে আশাবাদ যেমন তৈরি হয়েছে, তেমনই প্রশাসনিক প্রস্তুতি, প্রেক্ষাগৃহের ব্যবস্থাপনা এবং সরকারি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নিয়ে একাধিক প্রশ্নও সামনে এসেছে।

প্র্যাকটিস সিদ্ধান্তে অনড় সরকার

➔১ম পাতার পর পরে সাস্থ্যসচিবকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলেও তিনি জানান, প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া হয় গত ২২ জুন। এই সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন, বাতিল বা স্থগিত রাখা হবে না। চিকিৎসকদের সংগঠন বৈঠকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কতগুলি শর্ত ও দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সেসব শর্ত ও দাবি পূরণ না করা পর্যন্ত (৩০ সেপ্টেম্বর) চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার ঘোষণা স্থগিত রাখার দাবি জানানো হয়। স্বাস্থ্যসচিব এক প্রশ্নের জবাবে জানান, চিকিৎসকদের দুই সংগঠন বৃহস্পতিবার মহাকরণে স্বাস্থ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠক করার পর এখন মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা রাজ্যে ফিরলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও বৈঠক করার পরিকল্পনা আছে। এখন মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসক সংগঠনের সঙ্গে কবে বৈঠকে বসেন, সেই বিষয়ে কেউ কিছু জানাতে পারেননি। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, কলেজ এবং জিবির ফ্যাকল্টি ও চিকিৎসকদের সরকার প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করায় অনেক চিকিৎসক সরকারের এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়েছেন। সেসব চিকিৎসকরা চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন। সুপার স্পেশালিটি চিকিৎসকদের মধ্যে যারা স্থির বেতনে চাকরি করছেন, চাকরি ছাড়ার দৌড়ে তারাই সবচেয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করছেন বলে কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রের সংবাদ। যদিও রাজ্য সরকার কলেজ এবং জিবি হাসপাতালের চিকিৎসকদের এবং জিবির চিকিৎসকরা আমরুকাই প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করে দিয়েছেন। সরকারি সিদ্ধান্তে প্রাইভেট প্র্যাকটিস কলেজ ও জিবির চিকিৎসকরা বন্ধ করে দেওয়ায় প্রাইভেট চেম্বারে গিয়ে যারা চিকিৎসক দেখান, এখন তারা পড়েছেন প্রচণ্ড বিপাকে ও সংকটে। রোগ নিরাময় নিয়ে তারা অবর্ণনীয় দুর্ভোগে পড়েছেন বলে অভিযোগ। যদিও বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যসচিব জানান, জিবি হাসপাতালের রোগীদের ভালো চিকিৎসা পরিষেবার স্বার্থে সরকার চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি দাবি করেন, জিবি হাসপাতালে ভালো চিকিৎসা হয় বলেই বেশি সংখ্যায় রোগী চিকিৎসা পরিষেবা নিতে যান। বৃহস্পতিবার তিনি জিবি হাসপাতালের বহির্বিভাগ পরিদর্শন করেন। হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় রোগীরা যাতে দুর্ভোগে না পড়েন, তাতে বহির্বিভাগে টিকিট কাউন্টার, বসার চেয়ার, পানীয় জলের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি বহির্বিভাগে রোগী দেখার টোকেন চালু করা হয়েছে বলেও জানান। তার পাশাপাশি বহির্বিভাগে চিকিৎসকসহ ম্যানপাওয়ার আরও বাড়ানো হয়েছে বলে স্বাস্থ্যসচিব জানান। এদিকে জিবি হাসপাতালে রোগীর ভিড় বহাল রয়েছে। প্রতিদিনই রোগীর ভিড় বাড়ছে। তবে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা এখনও দূর হয়নি বলে রোগীদের অভিযোগ।

অভিষেক চন্দ্রার বিরুদ্ধে মামলা

➔১ম পাতার পর পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। তিনি আরও আশ্বাস দেন, ত্রিপুরা সরকারের বিদ্যুৎ ও মিড-ডে মিল প্রকল্পে বিপুল ব্যবসার সুযোগ রয়েছে। সরকারি টেন্ডার সাধারণত দেওয়ার ক্ষমতাও নাকি তাঁর হয়েছে। সেই বিশ্বাসেই ৩০-২৯ সালের আগস্ট মাসে দিল্লির খান মার্কেটে বৈঠক হয়। সেখানে সরকারি টেন্ডার-সংক্রান্ত নথি দেখিয়ে কাশীরাম কর্মকারের হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্তের পরামর্শে কৃষ্ণা চ্যাবর্তী নামে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গঠন করে এসকে সেলস কর্পোরেশন। পরে ব্যাঙ্ক অব বরোদা, নাগপুর শাখায় যৌথ উদ্যোগের নামে একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার দপ্তরের নামে একটি কথিত এগ্রেশ্রমন অব ইন্টারেস্টের ভিত্তিতে ১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৫ হাজার ৭২৬ টাকা আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট হিসেবে জমা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময়ে আরও একাধিক টেন্ডারের জন্য ধাপে ধাপে মোট ১৪ কোটি ৫৫ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৪৫ টাকা ইএমডি হিসেবে জমা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। মণীশ একাধিক বার আধারভাষ্য আসেন। অভিযোক্ত চন্দ্রা কয়েকজন আধিকারিকের সঙ্গে পরিচয়ও করান। পরে অভিযোগকারী খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নামে দেখানো টেন্ডার ও কার্যাদেশের কোন অস্তিত্বই নেই। অভিযোগ, সমস্ত নথিই জাল। সুপরিকল্পিত প্রতারণার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল। অভিযোগে অভিষেক চন্দ্রা, উপলব্ধ কুমার চৌধুরী, সুদীপ পাল, কৃষ্ণা চ্যাবর্তী-সহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, জাল নথি তৈরি, সরকারি পরিচয় ভুয়োভাবে ব্যবহার ও বিপুল অঙ্কের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে চূড়ান্ত মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

এদিকে, অভিযুক্ত ভাইএএস অফিসার অভিষেক চন্দ্রকে গাঁচাতে উঠে পড়ে লেগেছে একটি মহল। এর আগে অভিযুক্ত আইএফএস অফিসারকেও তারা ত্রিপুরা থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। এখন অভিযেক গ্রেপ্তার হন কি না, তার দিকেও চেয়ে আছেন রাজ্যের সাধারণ নাগরিকরা।

নলছড়ে সন্ধ্যারাতে ডাকাতি হতভম্ব এলাকার বাসিন্দারা

সংবাদ প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২ জুলাই ঃ মেলাঘর থানার নলছড় টোম্বুনী পঞ্চায়েত এলাকায় দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় ত্রাস দেখা দিয়েছে। ডাকাত দল ধারালো অস্ত্রের মুখে নিয়ে যায় সোনাদানা, নগদ টাকা। সংবাদে প্রকাশ, টোম্বুনী পঞ্চায়েতের উত্তরপাড়া ওই নম্বর ওয়ার্ডে রতন দেবনাথের বাড়িতে ডাকাত পড়ে। গ্রামের একটি সম্পন্ন পরিবার হিসেবে পরিচিত রয়েছে রতন দেবনাথের। সন্ধ্যায় অন্যান্য দিনের মতোই পার্শ্ববর্তী ময়ারাবী বাজারে যান। বাড়িতে এরাই ছিলেন তার ছি স্বপ্নলি বেনেথা। রাত আটটা নাগাদ তিনি ঘরের বন্ধ দরজায় বাঙ্কা মারা শব্দ শুনতে পান। পরে জানতে পান জলের টেপ দিয়ে জল পড়ছে শব্দ। ঘটনা দেখতে জলের টেপের দিকে পেছনের দরজা খুলে বের হতেই দু-তিনজন ডাকাত তার গলায় ধারালো অস্ত্র ধরে এবং মুখে কাপড় চাপা দেয়। ঘরের ভিতরে নিয়ে এসে আলমারির চাবি চায় এবং চিৎকার করলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। আলমারি খুলে তিন ভরি স্বর্ণালংকার, নগদ কুড়ি হাজার টাকা এবং একটি দামি ক্যামেরা নিয়ে ডাকাত দলের লোকরা পালিয়ে যায়। ভীতসন্ত্রস্ত অঞ্জলি দেবনাথ ঘরেই বসে থাকে। কিছুক্ষণ পর বাড়িতে ফিরে রতন দেবনাথ সমস্ত ঘটনা শুনে মেলাঘর থানায় জানান। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযোগ নেয়। নলছড় ময়ারাবী এলাকায় সন্ধ্যারাতে ডাকাতির ঘটনা অভ্যনীয়। গ্রামটি সীমান্ত সংলগ্ন নয়। বিভিন্ন সময়ে চুরির ঘটনা হলেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। জলের টেপ ছেড়ে দিয়ে ডাকাতরা প্রতি পেতে বসে থাকে কখন গৃহকর্তী বেরিয়ে আসবে, দরজা খুলে দেবে। অর্থাৎ বাড়িটির চৌহদ্দি, তার ব্যবস্থান সব নখদর্পণে নিয়েই এসেছিল চোরেরা। পুলিশ একপাটি জুতো উদ্ধার করেছে ঘটনাস্থলে নিয়ে।

খয়েরপুরের যানজট নিয়ে হেলদোল নেই

সংবাদ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই ঃ খয়েরপুর এলাকার যানজট নিদনের, এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি প্রশাসন। যানজটে নিত্য নাকাল হতে হচ্ছে যাত্রী, সাধারণ পথচারীসহ যানবাহন চালকদের। মাঝে কিছুদিন সমস্যা নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিছু এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু ফের অমবিমায় ফিরে এসেছে ট্রাফিক যন্ত্রণা। অভিযোগ, রনীরবাজার থেকে খয়েরপুর বিভক্ত সংক প্রায় আড়াই-তিন কিলোমিটার রাস্তায় প্রতিদিন যানজটের সৃষ্টি হয়। কিন্তু খয়েরপুর সিএনজি স্টেশন-সংলগ্ন স্থানে এবং চতুর্ণর দেবতা রোড ও জাতীয় সড়কে গাড়ি চলাচলের সময় যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে।

বিশেষ করে অফিস চলাকালীন দিনগুলোতে সকাল ৯টা থেকে ১১টা ৩০ মিনিট এবং বিকেল প্রায় ৫টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত যানজটে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে সড়ক। খাড়ি উৎসবের প্রাক্কমুহূর্তে মানুষ যানজট দিনসেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলছে।

আরণ্যকের মেগা ড্র-র পুরস্কার বিতরণ

সংবাদ প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ জুলাই ঃ বুধবার সন্ধ্যায় আরণ্যক জুয়েলারি, কৈলাসহর শাখার উদ্যোগে ডেইলি লাকি ড্র ও মেগা ড্রয়ের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। মেগা ড্র বিজয়ীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ৩০ জুন মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় মেগা ড্র ও লাকি ড্রয়ের অনুষ্ঠান। বুধবার, ১ জুলাই বিজয়ীদের হাতে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে কর্পরাল মনোজিৎ চৌধুরি জানান, ১৮ অক্টোবর ২০২৫ সালে কৈলাসহরে প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অফারে ডিসকাউন্ট ছাড়াও ছিল গিফট। তার সঙ্গে ছিল ডেইলি লাকি ড্র ও মেগা ড্র। অক্ষয় তৃতীয়ায় ছিল ডেইলি লাকি ড্র। সবকিছুকে একসঙ্গে করে গত ৩০ জুন, মঙ্গলবার মেগা ড্র ও লাকি ড্রয়ের কুপন তোলা হয়। বুধবার, পয়লা জুলাই, বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। লাকি ড্র-তে মোট ২৬ জন বিজয়ী হন। শ্রী চৌধুরি জানান, শুভ রথযাত্রা উপলক্ষে আরেকটি অফার আসছে। সেই অফারে প্রতি গ্রাম গয়না কেনাকাটায় ৬৭৫ টাকা ছাড় এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকবে নিশ্চিত গিফট। ইয়ের গয়নার মজুতিতে সম্পূর্ণ ছাড়। এছাড়াও যেসেমব দোকানের পুরোনো হলমার্ক গয়না আনলে সেই তারিখের সমান মূল্য দেওয়া হবে।

ঘাসফুল নিয়ে মহা লড়াই আমরাই খাঁটি ঃ ঋতব্রত

কলকাতা অফিস

২ জুলাই ঃ দলের অধিকার দাবিতে এবার একেবারে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের দ্বারস্থ হলেন "আসল তৃণমূল"-এর দাবি করা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ৯ বিধায়ক। তাদের সঙ্গে এককন প্রাক্তন মন্ত্রীও ছিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার ঋতব্রতদের সময় দেয় কমিশন। সেখানে বৈঠকের পর বাইরে বেরিয়ে ঋতব্রতের মন্তব্য, "আমরাই আসল তৃণমূল। এ আবার নতুন করে বলার কী আছে। কেউ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে দাবি করতে পারে, আমি তৃণমূল। তাতে কিছু যায় আসে না।" পাশাপাশি নাম না-করেই "চার্টার্ড ব্যুরোক্র্যাট" বলে কটাক্ষ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

ঋতব্রতদের এই পদক্ষেপকে অবশ্য কটাক্ষ করেছে মমতার তৃণমূল। বেলঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, "তৃণমূল মানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমস্ত কমী এবং সমর্থক তাঁর সঙ্গেই আছেন। যারা আজকে গিয়েছেন 'আসল' বলে দাবি করছেন, দু'মাস আগে কমিশনে তারা যে হলফনামা দিয়েছিলেন, তার নির্দিষ্ট দুটি ফর্মে মমতাদি এবং অভিষেকের সই ছিল। আজকে ভাড়াটিয়া নিজেকে বাড়ির মালিক বলে দাবি করলে কী হবে?" পরে দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ এবং লোকসভার সাংসদ সৌগত রায় ঋতব্রতদের কমিশন-সফরকে অবৈধ বলে তোপ দাগেন। দুই তৃণমূল সাংসদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নির্বাচন কমিশনকে পরিচালনা করছেন। কালীঘাটে তৃণমূলের দাবি, বিজেপিই এই ঋতব্রতদের পরিচালনা করছে।

পাল্টা আজ সুর চড়িয়েছেন ঋতব্রত। দলের প্রতীক এবং তৃণবিল কোন শিবিরের হাতে যাবে, এই প্রশ্নের উত্তরে ঋতব্রত বলেন, "কোনও রকম বিতর্কের কোনও প্রশ্নই নেই। দলের দুই-তৃতীয়াংশ বিধায়ক আমাদের সঙ্গে। প্রাক্তন মন্ত্রীরা আমাদের সঙ্গে। কাউন্সিলররা আমাদের সঙ্গে, জেলা পরিষদের সদস্যরাও আমাদের সঙ্গে। আমরা প্রয়োজনীয় সমস্ত থথি কমিশনের কাছে জমা দিয়েছি। আশা রাখি, কমিশনের তরফ থেকে দ্রুত ডাক পাব।" তার দাবি, গোটা দলটাই পারিবারিক দলে পরিণত হয়েছে। সেই ব্যক্তি এবং পরিবারের বিরুদ্ধেই যে তাদের লড়াই, তা এদিন স্পষ্ট করে ঋতব্রত বলেন, "চার্টার্ড ব্যুরোক্র্যাটের কথায় দল চলবে না।" সূত্রের খবর, মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে দেওয়া চিঠি এবং দিল্লিতে পাঠানো ই-মেলে নিজেদের 'আসল তৃণমূল' দাবি করে দলের নাম, নির্বাচনি প্রতীক (জোড়াফুল) এবং তহবিল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ফ্রিজের অনুরোধ শিবির। বৃহস্পতিবারের এই বৈঠকের পর নির্বাচন কমিশন কী সিদ্ধান্ত নেয়, জোড়াফুল প্রতীক কারের হাতে থাকে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে তার কালীঘাটের বাড়িতে গেলেন সমাজবাদী পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ জয়া বচ্চন। তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েনের সঙ্গে কালীঘাটে যান সাংসদ। তাকে বাড়িতে স্বাগত জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদের মধ্যে কী কথা হয়েছে, তা অবশ্য জানা যায়নি। ছাব্বিশের নির্বাচনে ভরাডুবির পর মমতার বাড়িতে এসেছিলেন সমাজ